A-3479

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও গবেষণা সেক্টর

"তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, ২য় পর্যায় (১ম ইউনিট)" শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ (In-depth Monitoring) প্রতিবেদন

জুন ২০১১

প্রজেক্ট টীম

১। মিসেস খোদেজা বেগম
প্রধান, আইএমইডি

২। জনাব রবীন্দ্রনাথ বর্ম্মন
পরিচালক, আইএমইডি

৩। জনাব বাবুলাল রবিদাস
সহকারী পরিচালক, আইএমইডি

৪। জনাব মোঃ সাইফুল্লাহ্ তালুকদার
পরামর্শক (টিম লিডার)

৫। জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম
পরামর্শক (ইরিগেশন স্প্যাশালিস্ট)

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

১। দেশের উত্তরাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় সেচের পানির অভাবে শস্যহানি একটি চিরন্তন সমস্যা। শুষ্ক মৌসুম ছাড়াও প্রাক -বর্ষা ও বর্ষাত্তোরকালে খরা একটি সাংবাৎসরিক ঘটনা। দীর্ঘ খরা ব্যাপ্তিকালের জন্য এলাকার খরিপ-২ (জুলাই-অক্টোবর) মৌসুমের একমাত্র ফসল আমন ধান বিনষ্ট হওয়ায় প্রায় প্রতি বছর এলাকায় খাদ্যাভাব দেখা দেয় এবং ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের কারণে আর্থ-সামাজিক অবস্থার অবনতি ঘটে। এ অবস্থা হতে উত্তরণের জন্য ষাটের দশকে মাঠ পর্যায়ে জরিপ সহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সমীক্ষা কাজ চালানো হয়, তন্মধ্যে বিন্নি এন্ড পার্টনার্স অন্যতম। তাদের সুপারিশের ভিত্তিতে এ অবস্থা হতে উত্তরণের জন্য অন্যতম প্রক্রিয়া হিসাবে ভূ-উপরিস্থ পানিকে সেচ কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তিস্তা নদীতে একটি ব্যারেজ নির্মাণের পরিকল্পনাসহ মূল তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। প্রায় ৭.৫ লক্ষ হেক্টর এলাকায় সেচ সুবিধা প্রদান করা ছিল এ পরিকল্পনার অংশ। মূল প্রকল্পটি ৫টি জেলার ২২টি উপজেলায় বিস্তৃত ।

২। তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পটিকে একই সাথে বাস্তবায়নে বিভিন্ন অসুবিধার কারণে পর্যায়ক্রমিকভাবে এর বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে লক্ষ্যে আশির দশকে তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, ১ম পর্যায়ের কাজ শুরু হয় এবং ১৯৯৮ সালে এর বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়। এ প্রকল্পের আওতায় তিস্তা ব্যারেজ ও সেচ অবকাঠামোকে নির্মাণ করে ১.৫৪ হেক্টর এলাকায় সেচ সুবিধা প্রদান করা হয় এবং এতে প্রকল্প এলাকায় আর্থ-সামাজিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে। প্রকল্প এলাকার ভাটির দিকের কৃষকগণ এতে উৎসাহিত হয়ে তাদের এলাকায় সেচ প্রদানের দাবির প্রেক্ষিতে প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়। তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প ২য় পর্যায়কে নিম্নবর্ণিত তিনটি ইউনিটে ভাগ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রস্তাবনা পেশ করা হয় ঃ

ইউনিট	প্রকল্পের উপকৃত এলাকা (হেক্টরে)		প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)
	গ্রোস	নীট	
ইউনিট-১	১৩৪২২৫	৯৬৫৭৫	৩০৯.৯৯
ইউনিট-২	২৪৫৪৪৩	১৭৬৬০৩	৪৪৪.২৯
ইউনিট-৩	২৪৪০২২	১৭৫৫৯৬	৪১০.৬৪
সর্বমোট	৬২৩৬৯০	৪৪৮৭৭৪	১১৬৪.৯২

৩। আইএমইডি এর নেতৃত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি কর্তৃক প্রকল্পের পানি প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ২২৭.২১ কোটি টাকা ব্যয়ে তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, ২য় পর্যায়, ১ম ইউনিট এর ডিপিপিটি গত ১২-০৭-২০০৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রাথমিকভাবে ৫ বৎসর মেয়াদে বাস্ত বায়নের জন্য প্রকল্পটি নির্ধারিত ছিল অর্থাৎ জুন /২০১০ সালে প্রকল্পটি সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল। আরডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের সংশোধিত ব্যয় দাঁড়ায় ২৪৮.৬২ কোটি টাকা এবং প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জুন /২০১১ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, তিস্তা ব্যরেজ প্রকল্প, ১ম পর্যায়ের অসম্পন্ন কৃত ২৭০০০ হেক্টর এলাকা বর্তমান প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। যমুনেশ্বরী একুইডাক্ট নির্মাণ না হওয়া ও আর্থিক অপ্রতুলতার কারণে এ ২৭০০০ হেক্টর এলাকাকে বাদ রেখেই প্রকল্পের, ১ম পর্যায়ের কাজ সমাপ্ত করা হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কয়েকটি উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান তথা ডিপিএম, কান্তি এসোসিয়েটস এবং অন্যান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান সমন্বয়ে Updating of the Feasibility study of Teesta Barrage Project, 2nd Phase এর সমীক্ষা কাজ ২০০৬ সালে সম্পন্ন হয়।

৪। এ প্রকল্পের আওতায় রংপুর, নীলফামারী ও দিনাজপুর জেলার ৯টি উপজেলা অন্তর্ভুক্ত আছে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে নীট ৯৬৫৭৫ হেক্টর এলাকায় সেচ সুবিধা প্রদান করা যাবে। প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে বাস্তবায়িত তিস্তা ব্যারেজ ও সেচ অবকাঠামোর সাথে বগুড়া ও রংপুর মেজর সেকেন্ডারী সেচ খাল ও সেচ অবকাঠামো নির্মাণ করে মূল প্রকল্পের এক উল্লেখযোগ্য অংশকে সেচের আওতায় আনাই হলো এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য । প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো বার্ষিক ৩.৬ লক্ষ মেঃটন অতিরিক্ত ধান উৎপাদন করা।

৫। প্রকল্পটির অগ্রগতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল জুন /২০১১ মাসে শেষ হয়ে যাচ্ছে অথচ প্রকল্পের কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। এ পর্যায়ে প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে এ কাজ সম্পাদনের জন্য আইএমইডি এর সাথে দু'জন পরামর্শকের চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়। চুক্তিপত্রের কার্য পরিধি অনুযায়ী পরামর্শকগণ তাদের কাজ শুরু করেন। নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজটিকে নিম্নেবর্ণিত তিন ভাগে ভাগ করে কাজ সম্পাদন করা হয়।

(১) কারিগরি

(২) আর্থ-সামাজিক, কৃষি, মৎস্য, পরিবেশ ইত্যাদি

(৩) প্রকল্পে পানির প্রাপ্যতা ।

৬। প্রকল্পের কারিগরি দিকটি পর্যালোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই দেখা যায় যে, প্রকেল্পর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সিইজিআইএসকে নিয়োজিত করা হয়েছে এবং তাদের মূল দায়িত্ব হল প্রকল্পের সেচ খালের এলাইনমেন্ট নির্ধারণ, অবকাঠামোর ডিজাইন প্রণয়ন এবং মডেল স্টাডির মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম নিরীক্ষা করা অর্থাৎ প্রকল্পের পরিকল্পনা ও ডিজাইন কাজের জন্য এ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে। তাদের কার্যক্রম মনিটর করতে গিয়ে দেখা যায় যে গত ১০-০৪-২০০৭ তারিখে প্রস্তাবনা আহ্বান করা হলেও ৩ বছর পর ১০-০৪-১০ তারিখে বাংলাদেশ পানির উন্নয়ন বোর্ডের সাথে তাদের চুক্তি হয়েছে। তাদের চুক্তি শেষ হবে ১০-০৪-১২ তারিখে। অথচ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল শেষ হচ্ছে জুন/২০১১ মাসে। প্রকল্প শুরু হওয়ার প্রায় ০৩ বছর পর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সিইজিআইএসকে নিয়োজিত করা হয় । এ প্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে যে, তাহলে প্রকল্পের কার্যক্রম চলছে কীভাবে। এ পর্যায়ে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা যায় যে, প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের অসম্পন্ন ২৭০০০ হেক্টর এলাকার জন্য পূর্বে সম্পাদিত তিস্তা কমান্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান আইডাব্লিউএম এর নিকট হতে সেচ খালের এলাইনমেন্ট ও অবকাঠামোর নকসা পাওয়ার কথা থাকলেও শুধু বগুড়া সেচ খালের এলাইনমেন্ট এবং এর উপর কয়েকটি অবকাঠামোর নকসা পাওয়া যায়। তবে সেকেন্ডারী ও টারশিয়ারী খাল তথা সেচ নেটওয়ার্কের পূর্নাঙ্গ এলাইনমেন্ট তাদের কাজ থেকে পাওয়া যায়নি। এ অসম্পন্ন এলাকা তথা Left out অংশের জন্যও আইডাব্লিউএম এর অবশিষ্ট কাজ সিইজিআইএসকে করতে হবে। প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের আওতায় Left out অংশের সেচ খালের জন্য কিছু জমিও অধিগ্রহণ করা ছিল। ফলে আইডাব্লিউএম এর নিকট থেকে প্রাপ্ত বগুড়ার সেচ খালের এলাইনমেন্ট ও এর জন্য ভূমি অধিগ্রহণ থাকার কারণে বর্তমান প্রকল্পের ভৌত কার্যক্রম শুরু করা সম্ভবপর হয়। এযাবৎকাল প্রকল্পের যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তা মূলতঃ এ কারণেই হয়েছে এবং উক্ত অংশে সম্পাদিত হয়েছে। এ Left out অংশে যে কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে তার মধ্যে উল্লেযোগ্য হলো বগুড়া সেচ খালের নির্মাণ, এর উপর আর-৩ বি রেগুলেটর, আর-৪বি রেগুলেটর ও চিকলি ক্যানেল সাইফুন । যে অবকাঠামোর কাজ সম্পন্ন হয়েছে তা হলো যমুনেশ্বরী একুইডাক্ট ।

৭। এ প্রকল্পের আওতায় যে কাজগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে তা পিপিআর/২০০৮ অনুসরণে হচ্ছে কিনা এবং তাদের গুণগতমানই বা কি হচ্ছে সেটা পরিবীক্ষণ করা হয়েছে। দৈব চয়ন পদ্ধতিতে ০৫টি কাজের প্রকিউরমেন্ট নির্ধারণ করে তাদের কেস স্টাডি করা হয়েছে এবং দেখা গেছে যে, পিপিআর/২০০৮ সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। কাজের গুণগত মান সম্পর্কে নিরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা যায় যে, কাজের নির্মাণ সামগ্রী ও অন্যান্য আইটেমের নমুনা টেস্টের জন্য পাঠানো হয়েছে এবং যে টেস্ট রিজাল্ট পাওয়া গেছে তা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি আছে। শুধু যেটা লক্ষ্য করা গেছে, তা হলো এ টেস্ট করানো হয়েছে বিভাগীয় সয়েল এন্ড কনক্রিট ল্যাবে । কিন্তু পাউবো এর অন্যান্য প্রকল্পের বেলায় দেখা যায় যে, বুয়েট/রুয়েট/কুয়েট/চুয়েট অথবা সরকারী অনুমোদিত কোন পলিটেকনিকেল ইনস্টিটিউট থেকে এ টেস্ট করা হয়। বগুড়া সেচ খাল নির্মাণে ত্রুটি দেখা গেছে। কেরিড আর্থের সংস্থান থাকার পরেও মূলতঃ বালি দিয়ে খালের ডাইক নির্মাণ করা হয়েছে এবং মাটির কমপ্যাকশন যথাযথ হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়নি।

৮। প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক, কৃষি, মৎস্য ইত্যাদি বিষয়ে জানার জন্য তথ্যসংগ্রহকারী নিয়োগ করে প্রকল্পের ৯টি উপজেলা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের বাস্তবায়িত ২টি উপজেলায়ও তথ্যাদি একই সাথে সংগ্রহ করা হয়েছে, যাতে সম্পাদিত ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের মধ্যে একটা তুলনা করা যায়। পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, উভয় প্রকল্পের Cropping pattern মোটামুটি একই ধরনের অর্থাৎ সকলেই বোরো ফসল উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত উৎসাহী। পার্থক্য হলো প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের মাত্র কিছু এলাকায় বোরো মৌসুমে কোন প্রকারে প্রকেল্পের সেচের পানি দেয়া যায়, তবে বর্তমান প্রকল্পে STW/DTW এর মাধ্যমে পানির ব্যবস্থা করে বোরো ফসল উৎপাদন করা হচ্ছে। এতে যেমন সেচ খরচ কয়েক গুণ বেশি লাগছে, অপরদিকে ক্রমাগতভাবে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের কারণে এক সময় এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়ার আশংকা রয়েছে। তদপুরি ভূ-পরিস্থ পানির সর্বোচ্চ ব্যবহারই আমাদের জাতীয় নীতির অঙ্গ।

৯। প্রকল্পের পানি প্রাপ্তির বিষয়ে দেখা যায় যে, বর্তমান প্রকল্পে খরিপ-২ (জুলাই-অক্টোবর) তথা আমন ফসলের জন্য পানির কোন সমস্যা হবে না। তবে বোরো মৌসুমে পানির অপ্রতুলতার কারণে সেচ সুবিধা প্রদান করা যাবে বলে প্রতীয়মান হয় না। উল্লেখ্য, প্রকল্পটি মূলত সম্পূরক সেচ প্রদানের জন্যই বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১০। প্রকল্পের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণে প্রকল্পের কয়েকটি সমস্যাদি চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগে অস্বাভাবিক বিলম্ব, অদ্যাবধি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে খালের এলাইনমেন্ট ও নকসা কাজের কোন প্রতিবেদন না পাওয়া, প্রকল্পের সঠিক বাস্তবায়নকাল নির্ধারণ না হওয়া এবং সে অনুযায়ী প্রকল্পের আরডিপিপি সংশোধনের প্রস্তাবনা পেশ না করা, ভূমি অধিগ্রহণের জন্য আরডিপিপি মূল্যেও চেয়ে বর্তমান মূল্য কয়েকগুণ বেশি হওয়া এবং প্রকল্প এলাকার কোন অংশে সেচ সুবিধা প্রদানের জন্য অদ্যাবধি সেচ নেটওয়ার্ক গড়ে না তোলা ইত্যাদি। এমনকি Left out অংশেও অদ্যাবধি সেচ নেটওয়ার্ক গড়ে না তোলার কারণে প্রায় ২০০০০ হেক্টর এলাকাকে অদ্যাবধি সেচ কার্যক্রমের আওতায় আনা যায়নি।

১১। বর্ণিত সমস্যা সমাধানের জন্য কতিপয় সুপারিশ করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথমেই সিইজিআইএস এর নিকট হতে প্রতিবেদন সংগ্রহ করে তাদের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রকল্পের ভৌত কার্যক্রমের প্রাক্কলন প্রণয়ন, দরপত্র আহ্বান ও বাস্তবায়নের সঠিক সময় নির্ধারণ, ভূমি অধিগ্রহণের জন্য বাস্তব সম্মত প্রস্তাব প্রণয়ন ও অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্নে বাস্তব সময় ইত্যাদি নিরূপণ করে তার ভিত্তিতে প্রকল্পের সঠিক বাস্তবায়নকাল নির্ধারণ করা এবং সে অনুসারে প্রকল্পের আরডিপিপি সংশোধনের প্রক্রিয়া গ্রহণ ও সঠিকভাবে তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, প্রথম পর্যায়ের বেলায় দেখা গেছে যে যদিও প্রকল্পটি ১৯৯৮ সালে সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে, তথাপি ১৯৯৩ সাল থেকেই প্রকল্পের সেচ প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে। এ উদাহরণকে সামনে রেখে ঠিক একইভাবে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কর্মসূচি এমনভাবে নেয়া উচিত যাতে উজান থেকে পর্যায়ক্রমে সেচ নেটওয়ার্ক সম্পন্ন করে সেচ কার্যক্রম শুরু করা যায় এবং পর্যায়ক্রমে তা ভাটির দিকে নিয়ে যাওয়া যায়। Left out অংশে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেচ নেটওয়ার্ক সম্পন্ন করে অবিলম্বে সেচ কার্যক্রম শুরু করা যেতে পারে। আশা করা যায় যে এগুলো অবিলম্বে কার্যকর করা হলে প্রকল্প বাস্তবায়নে সুফল পাওয়া যাবে।

অধ্যায়-৬

সুপারিশ

প্রকল্পের বাস্তবায়নে বিদ্যমান সমস্যা ও পর্যবেক্ষণের আলোকে নিম্নেবর্ণিত সুপারিশ প্রণয়ন করা হলোঃ

৬.১ বাপাউবো এর প্রায় প্রতিটি প্রকল্পের ডিপিপিতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের সংস্থান থাকে এবং তাদের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভৌত কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়ন করা হয়। তাই পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগে ভবিষ্যতে যাতে বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব তথা অস্বাভাবিক বিলম্ব না হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা যেতে পারে।

৬.২ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কর্মসূচী এমনভাবে প্রণয়ন করা আবশ্যক যাতে উজান দিক থেকে সামগ্রিক সেচ নেটওয়ার্ক সম্পন্ন করে ক্রমাগত ভাবে ভাটির দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। এতে প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল শেষ হওয়ার পূর্বেই প্রকল্প এলাকায় পর্যায়ক্রমে সেচ সুবিধা প্রদান করা সম্ভবপর হবে। বিশেষতঃ প্রথম পর্যায়ের Left out অংশ যা অত্র প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সে অংশে যে সেচ মোট ওয়ার্কের কাজ বাকী আছে তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করে যথাসম্ভব কম সময়ে সেচ সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে। এতে প্রায় ২০,০০০ হেক্টর এলাকা খুব অল্প সময়ের মধ্যে সেচের আওতায় আনা যাবে।

৬.৩ বগুড়া সেচ খালের নির্মাণে অনুমোদিত নকশার সাথে বিচ্যুতি লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষতঃ খালের তলদেশ থেকে ডিজাইন লেভেলের নিচে মাটি কেটে বাঁধ নির্মাণের ফলে কাজের স্পেসিফিকেশনের বিচ্যুতি ঘটেছে। কাজের তফসিলে কেরিড আর্থের সংস্থান থাকার পরও বালি দিয়ে খালের ডাইক নির্মাণ, একাজে কম্প্যাকশন না করা এবং ঘাস (Turfing) না গজানোর কারণে আরো বিস্তারিত তদন্ত পূর্বক বাপাউবো / পাসম কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

৬.৪ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সিইজিআইএস এর প্রতিবেদনে সুপারিশের ভিত্তিতে সেচ খালের নির্ধারিত এলাইনমেন্ট অনুসারে ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম, কাজের প্রাক্কলন ও দরপত্র কার্যক্রম এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম সঠিক ও বাস্তব সম্মতভাবে নির্ণয় করে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা পেশ করা যেতে পারে। সে সাথে বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী ভূমি অধিগ্রহণ খাতের বাস্তবসম্মত দর নির্ধারণ করে প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করার প্রস্তাবনা পেশ করাও যেতে পারে। বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা যায় যে, সিজিএস এর প্রতিবেদন দাখিলের পর প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কমপক্ষে ০৫ বছর সময় লাগতে পারে।

৬.৫ প্রকল্পে ৩৭৭.৩৩ হেক্টর জমি অধিগ্রহণের কর্মসূচী আছে। তন্মধ্যে ৪১.২৮ শতাংশ জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে জেলা প্রশাসকের দপ্তর থেকে যে দরে প্রাক্কলন পাওয়া যাচ্ছে তা ডিপিপি-তে সংস্থানকৃত মূল্যের চেয়ে অনেকগুণ বেশী। তাই স্বাভাবিকভাবে ভূমি অধিগ্রহণ খাতে উল্লেখযোগ্য ব্যয় বৃদ্ধি ঘটবে। এ ব্যয় বৃদ্ধি সঠিক ভাবে নিরূপণ করে তা ডিপিপি সংশোধনের সময় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। বিকল্প হিসেবে খালে লাইনিং কাজ অন্তর্ভূক্ত করে অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ কমানো যায় কিনা এবং এতে সামগ্রিকভাবে খরচের কি হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে সেটা বাপাউবো কর্তৃক পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

৬.৬ রংপুর খালে রেলওয়ে ক্রসিং ব্রিজ নির্মাণ কাজের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র ব্যতিরেকে রেলওয়ে বিভাগ কর্তৃক কার্যাদেশ প্রদান ও ডিপিপি সংস্থানকৃত মূল্যের চাইতে অধিক মূল্যে কার্যাদেশ দেয়ার ফলে ইতোমধ্যে যে অনিয়ম / জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৬.৭ প্রকল্পের কাজের গুণগত মান নির্ণয়ের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অন্যান্য প্রকল্পের ন্যায় সরকার অনুমোদিত বুয়েট / রুয়েট / কোয়েট / চুয়েট অথবা সরকারী কোন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে নির্মাণ সামগ্রী টেস্ট করানো বর্তমানে সময় সাপেক্ষ বিধায় বাস্তব সম্মত হবে না। এতে প্রকল্পের কাজে বিঘ্ন ঘটতে পারে। তাই যথারীতি বিভাগীয় ল্যাবরেটরীতে টেস্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। তবে বিএসটিআই কিংবা বুয়েট কর্তৃক এ ল্যাবের বর্তমান যন্ত্রপাতি ও জনবলের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ল্যাবটি আপডেট করানোর ব্যাপারে তাদের সুপারিশ গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

৬.৮ প্রকল্পের কাজের গুণগত মান যাতে কোনভাবেই ক্ষুন্ন না হয় সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের কর্মকান্ড নিয়মিত ভাবে মনিটরিং করা আবশ্যক। বিশেষতঃ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ তথা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের গুণগত মানের নিয়মিত মনিটরিং করা যেতে পারে।

৬.৯ প্রকল্পটি মূলতঃ সম্পূরক সেচ প্রদানের জন্য বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সে লক্ষ্যে বাপাউবো কর্তৃক বিস্তারিত পর্যালোচনা করে প্রকল্পের জন্য গ্রহণযোগ্য ক্রপিং প্যাটার্ন সুপারিশ করা যেতে পারে এবং এটা বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের মাঝে ব্যাপক প্রচারণা কার্যক্রম চালানো যেতে পারে।